জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবসে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী
২৯ মে ,২০০৪

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর অর্ধশতাব্দীর উৎসর্গ ও আত্মত্যাগকে স্মরণ করতে গত বছর চালু করা হয় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনী আন্তর্জাতিক_দিবস। যুদ্ধরত দলগুলোর মধ্যে আপোষ মীমাংসা করতে, আত্মবিশ্বাস তৈরি করতে এবং মানুষের দুর্ভোগ লাঘব করতে এ বাহিনী বিশ্বব্যাপী জাতিসংঘের নীল পতাকাতলে কাজ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে গত বারো মাসেও আরো অনেক জীবন ঝড়ে গেছে।

এ সকল আত্মোৎসর্গ আমাদের মধ্যে গভীর শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করে, আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। এ সব অকুতোভয় শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্যদের মত আমরাও শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাব।

বর্তমানে ৯৪ টি দেশের ৫৩ হাজারেরও অধিক সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং কমপক্ষে ১১ হাজার বেসামরিক কর্মকর্তা বিশ্বের ১৫টি মিশনে কাজ করছে । এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে , কারণ নিরাপত্তা পরিষদ বুরুন্ডিতে মিশন প্রেরণ অনুমোদন করেছে এবং সুদানে মিশন প্রেরণের পরিকল্পনা চলছে।

মিশন বৃদ্ধি একটি শুভ লক্ষণ, কারণ দেখা যাচ্ছে অনেক দেশই সংঘাতের পথ থেকে সরে শান্তির পথ বেছে নিচ্ছে। কিন্তু এতে সম্পদের অপ্রতুলতাও প্রকট হচ্ছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অতিরিক্ত শান্তিরক্ষী বাহিনী এবং সেই সাথে সম্পদ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে আমি সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রম গতানুগতিক যুদ্ধবিরতি পর্যবেক্ষণের ভূমিকা থেকে অনেক সম্প্রসারিত হয়েছে। আজকের শান্তিরক্ষা মিশন বিভিন্ন রকম কার্যক্রমের সাথে জড়িত , যেমন, রাজনৈতিক পরিবর্তনে সহযোগিতা করা, প্রতিষ্ঠানসমূহ নির্মাণ করা, আইনের শাসন প্রসার করা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে সহায়তা করা, নির্বাচন তত্ত্বাবধান করা, মিলিশিয়া ও প্রাক্তন যোদ্ধাদের নিরস্ত্র করা এবং শরণার্থী ও স্থানচ্যুতদের আবাসন ব্যবস্থা করা।

লাইবেরিয়া ও সিয়েরা লিওনে শান্তিরক্ষী বাহিনী দুটি গৃহযুদ্ধের প্রাক্তন যোদ্ধাদের নিরস্ত্র করেছে, সামরিক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিচ্ছে এবং সমাজের সাথে অঙ্গীভূত করার ব্যবস্থা নিচ্ছে। পূর্ব তিমুরের অনভিজ্ঞ জনগণকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও অন্যান্য কাজে সাহায্য করছে। পশ্চিম সাহারায় শান্তি রক্ষীরা কিছু শরণার্থী ও পরিবারের ভেতর ৩০ বছরের মধ্যে এই প্রথম যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা করছে।

শান্তিরক্ষী বাহিনী নিজেরা কখনো যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে না । কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী শান্তি নিশ্চিত করার সর্বোত্তম পন্থা তারা দেখাতে পারে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবসে , আসুন আমরা মনে রাখি শান্তিক্ষা কার্যক্রমের সর্বোচ্চ ব্যয় সর্বনিম্ন ব্যয়ের চেয়ে বহু গুণ কম। তাই এ বিনিয়োগের মূল্য অনেক বেশি।

** ** **